



10301 - মাহদীর আবরিভাব

প্রশ্ন

মুসলমানদেরকে উদ্ধার করার জন্য মাহদী কবে বরে হবেন; সটো ক'কুরআনে উদ্ধৃত হয়েছে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

একজন মুসলমিৰে জানা আবশ্যক য়ে, দললি প্রদান ও অনুসরণ করা আবশ্যক হওয়ার দকি থকে কুরআন-হাদিসি একই মর্যাদায়। কুরআন-সুন্নাহ উভয়টি আল্লাহর পক্ষ থকে ওহী; যা অনুসরণ করা আবশ্যকীয়। আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী সম্পর্কে বলেন: “আর তিনি মিনগড়া কথা বলেন না। সটো ওহী ছাড়া আর কিছু নয়, যা তার কাছে প্রেরণ করা হয়।” [সূরা নাজম, আয়াত: ৩-৪]

মকিদাদ বনি মা'দী কারবি (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকে বর্ণনা করেন য়ে, তিনি বলেন: “জনে রাখুন, আমাকে কতিব ও কতিবরে সাথে কতিবরে অনুরূপ কিছু দয়ো হয়েছে। জনে রাখুন, অচরিই এমন লোক আসবে যার উদর-পরপূর্ণ, সযে তার গদতি বসে বলবে: আপনাদের উপর এই কুরআন মানা আবশ্যক। কুরআনে যটোকে হালাল পাবনে সটোকে হালাল জানবনে। আর যটোকে হারাম পাবনে সটোকে হারাম জানবনে।” [সুন্নাতে আবু দাউদ (৪৬০৪), আলবানী ‘সহিহু সুন্নাতে আবু দাউদ গ্রন্থে (৩৮৪৮) হাদিসটিকে সহিহ বলছেন]

দুই:

আল্লাহ তাআলা স্বতন্ত্রভাবে রাসূলের আনুগত্যে আদেশে করছেন। তিনি বলেন: “ওহযে যারা ঈমান এনছে; তযেমাআল্লাহর আনুগত্য কর, আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য কর এবং তযেমাদের মধ্যযে যারা নতযে তাদরে”। [সূরা নসি, আয়াত: ৫৯] তিনি আরও বলেন: “রাসূল তযেমাদেরকে যা দয়িছেন সটো আঁকড়ে ধর এবং যা থকে বারণ করছেন তা থকে বরিত থাক”। [সূরা হাশর, আয়াত: ৭]

তনি:

মাহদীর আবরিভাব কবে ঘটবে কুরআন-সুনাহতে সটো সুনর্দিষ্টভাবে উদ্ধৃত হয়নি। তবে মাহদী শেষে যামানায় আত্মপ্রকাশ করবেন। কিন্তু এখানে কিছু বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত:

১। মাহদীর আবরিভাব কয়িমতের সর্বশেষে ছোট আলামত।

২। অনেকে মানুষ নজিদেরে ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য-লক্ষ্য ও তাদের ভ্রষ্ট আকাদি-বিশ্বাসকে সমর্থন করার জন্য মাহদী আত্মপ্রকাশ করছেন কিংবা শীঘ্রই আত্মপ্রকাশ করবেন মরমে দাবী করছে। যমেন- কাদিয়ানীরা, বাহাই সম্প্রদায়, শিয়রা এবং অন্যান্য পথভ্রষ্ট গোষ্ঠীগুলো। যার ফলে সাম্প্রতিক যামানার কিছু ব্যক্তি মাহদীর হাদিসগুলোকে অস্বীকার করনে কিংবা ভিন্নার্থে ব্যাখ্যা (তা'বীল) করনে যে, মাহদী দ্বারা উদ্দেশ্য শেষে যামানায় ঈসা বনি মারিয়াম আলাইহিস সালামের অবতরণ এবং তাদের কটে কটে একটি মারফু হাদিস দিয়ে দলিল দনে। যে হাদিসটির ভাষ্য হলো: “ঈসা বনি মারিয়াম ছাড়া কোন মাহদী নহে”।

এই হাদিসটি দুর্বল; এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সহি নয়।

[দখুন: আল্লামা আলবানীর ‘আস-সলিসলিতুয যায়ীফা’ (১/১৭৫)]

৩। অনেকে আলমে মাহদীর আবরিভাবকে সাব্যস্ত করে কতিব লিখেছেন এবং তারা এটাকে একজন মুসলমিরে আকাদির অন্তর্ভুক্ত করছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন: হাফযে আবু নুআইম, আবু দাউদ, আবু কাছীর, আস-সাখাওয়া, আশ-শাওকানী প্রমুখ।

৪। সুনাহতে সাব্যস্ত হয়েছে যে, মাহদী ঈসা বনি মারিয়াম আলাইহিস সালামের সাথে মিলিত হবেন এবং ঈসা আলাইহিস সালাম মাহদীর পছনে নামায আদায় করবেন।

জাবরি বনি আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনছি: “কয়িমত পর্যন্ত আমার উম্মতের একদল সত্য দীনরে উপর অটল থেকে বাতলিরে বিরুদ্ধে লড়তে থাকবে। তিনি বলেন: অবশেষে ঈসা বনি মারিয়াম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবতরণ করবেন। তখন তাদের (ঐ দলের) আমীর বলবেন: আসুন আমাদের নামাযের ইমামত করুন। কিন্তু তিনি বলবেন: না; আপনারা একজন অন্যজনের উপর নতো। এটা এই উম্মতের জন্য আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত সম্মান।” [সহি মুসলিম (১৫৬)]

এই হাদিসে উল্লেখিত আমীরই হলেন মাহদী; যা আবু নুআইম ও আল-হারছি বনি উসামার বর্ণনায় এই ভাষ্যে উদ্ধৃত হয়েছে: “তখন তাদের আমীর মাহদী বলবেন...”। ইবনুল কাইয়্যমে বলেন: এই হাদিসের সনদ জায়যদি (ভালো)।

৫। একজন মুসলমিরে মাহদীর অপেক্ষায় বসে থাকা উচিত নয়। বরং তার উচিত দ্বীনকে বজিযী করার জন্য উদ্যম-উৎসাহ



নিয়ে প্রাণান্তকরভাবে অবলম্বনে চেষ্টা করা এবং দ্বীনরে জন্য নজিরে যা সাধ্যে আছে সেটি পশে করা এবং মাহদী বা অন্য কারো আবর্ভাবরে উপর নর্ভর না করা। বরঞ্চ ব্যক্তি নজিকে, নজিরে পরবারকে এবং তার চারপাশে যারা আছে তাদেরকে সংশোধন করবে। পরপর সের আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করলে তখন সের নজিরে পক্ষে ওজর পশে করতে পারবে।

দখুন: শাইখ মুহাম্মদ বনি ইসমাইলরে ‘আল-মাহদী হাকীকাহ; না খুরাফাহ’।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।